দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL. 12 1998
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

45

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির আগে এক বছরের সেশন গ্যাপ নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির আগে টানা এক বছরের সেশন গ্যাপ নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি বছর এইচএসসির ফল প্রকাশের পর দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের মধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌছেছে। সরকারের কাছ থেকে অন্তত ১০ কোটি টাকার অনুদান প্রাপ্তিসাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে। এই টাকা দিয়ে সেশনজটকবলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথমবর্ষে সমান্তরাল অথচ পৃথক পৃথকভাবে দু'টি বা তিনটি ব্যাচ চালুর আনুষঙ্গিক খরচ মিটাবে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যবৃন্দের সংগঠন এ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ (এইউবি)-এর সভায় অতি সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানগণ সেশন গ্যাপ নিরসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে এইচএসসি পাসের পর শিক্ষার্থীদের কেবল ভর্তির জন্য একটি বছর বসিয়ে রাখা কোনক্রমে উচিত নয় বলে অভিমত

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে

(১২-এর পাতার পর)

প্রকাশ করেন। উপাচার্যবৃন্দের অভিমত হচ্ছে, সরকারের কাছ থেকে কিছু আর্থিক অনুদান পাওয়া গেলে আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেশন গ্যাপ পুরোপুরি নিরসন সম্ভব। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সেশন গ্যাপ নিরসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে শিক্ষা সচিব, উপাচার্যবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠক থেকে সেশন গ্যাপ নিরসনের জন্য সুচিন্তিত প্রস্তাব পেশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

সেশন গ্যাপ নিরসনের পদক্ষেপ সম্পর্কে উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী জনকণ্ঠকে বলেন, এক বছরের এই সেশনগ্যাপ নিরসন সম্ভব। আমরা সবাই এটা চাই। কিন্তু এজন্য সরকারের কিছু স্পেশাল গ্র্যান্ট দরকার। এর পরিমাণ কত জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, অন্তত দশ কোটি টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কত দরকার? এর জবাবে উপাচার্য বলেন, তিন কোটি টাকা। একে আজাদ চৌধুরী বলেন, সেশন গ্যাপ নিরসন করতে হলে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষে দু'টি বা তিনটি ব্যাচ চালাতে হবে। এজন্য কিছু ক্লাস রুম, শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী প্রভৃতি বাবদ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশ কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর অনুযায়ী স্পেশাল গ্র্যান্ট দেয়া হলে সেশন গ্যাপ নিরসন সম্ভব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ নিয়মে ভর্তি সম্পন্ন করবে। ডিসেন্ট্রালাইজের যুগে ভর্তি প্রক্রিয়া সেন্ট্রালাইজ করা উচিত হবে না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। উপাচার্য জানান, সেশন গ্যাপ নিরসনের প্রস্তাব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে যে অভিমত চাওয়া হয়েছে তা তিনি অচিরেই মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।

...দিকে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে ...ক সেশন গ্যাপ নিরসনে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী। তবে ...বছরের এইচএসসির ফল প্রকাশের আগে যদি এ ...ক্ষেপ না নেয়া হয়, তাহলে উদ্যোগ ভেস্তে ...শঙ্কা রয়েছে।